بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আতিথেয়তা আল্লাহ্‌তা'লার কাছেও অত্যন্ত পছন্দনীয় আর তাঁর দৃষ্টিতে এটি এতটাই পছন্দনীয় যে, এর উল্লেখ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বরাতে পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্‌তা'লা দু'বার এর উল্লেখ করেছেন

মহানবী (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লা এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের যে তিনটি কাজ করার কথা বলেছেন তার তৃতীয় বিষয় হিসেবে তিনি বলেন, "নিজ অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর"

সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটি হলো মূল ভিত্তি। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর মাঝে এটি একটি নির্দেশ আর এটি মু'মিনদের চিহ্ন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদী (জলসাগাহ) হতে প্রদত্ত ২ আগষ্ট ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আল্লাহতা'লা আজ আমাদেরকে আবারো যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করছেন। গত মাসে জার্মানীর সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর আরো অনেক দেশে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অতি শান-শওকতের সাথে আমরা প্রতিটি জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাথে আল্লাহতা'লার সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখছি। তথাপি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার একটি বিশেষ মর্যাদা তৈরি হয়েছে কেননা, সারা পৃথিবীর আহমদী অ-আহমদী সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে আকৃষ্ট থাকে এবং সকল দিক থেকে এই জলসাকে আন্তর্জাতিক জলসার মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। কেননা খেলাফতের কেন্দ্র এখন এখানে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আহমদী অ-আহমদী সবাই যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করে থাকে। এজন্য এখানকার কর্মীদের দায়-দায়িত্বও অনেক বেড়ে যায় এবং এখানে অর্থাৎ হাদীকাতুল মাহদীতে যে অস্থায়ী শহর বানানো হয়েছে এর পুরো ব্যবস্থাপনাও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমনটি আমি কর্মীদের ডিউটি ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাই এখন এ বিষয়ে প্রথমে কিছু কথা বলবো।

আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত আহমদী নারী, পুরুষ, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা গত ৩৫ বছর ধরে, যখন থেকে খেলাফতের কেন্দ্র এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং যুগ-খলীফার উপস্থিতিতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, জলসার ব্যবস্থাপনার সকল কাজ করে আসছেন এবং ডিউটিও খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করছেন। যাহোক, আজ আমরা দেখছি যে, ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে এখানকার কর্মীরা সম্ভবত রাবওয়ার কর্মীদের সাহায্য করার যোগ্যতাও রাখে। কোথায় সেই যুগ ছিল যখন চার-পাঁচ হাজার লোক'কে খাবার খাওয়ানো, ব্যবস্থাপনার জন্য এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছিল আর শতকরা নব্বই ভাগ রুটি বাজার থেকে ক্রয় করা হতো। অথচ বর্তমানে আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোকের জন্য নিজেরা রুটি প্রস্তুত করে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় রুটি তৈরি করা হয় আর গুণগতমানের কথা বলতে গেলে আমি নিজে পরখ (যাচাই) করেছি, পূর্বের রুটির তুলনায় এটি অনেক উন্নত মানের হয়। উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত এসব যুবকদের শিল্পজ্ঞানে আল্লাহ্‌তা'লা আরও বৃদ্ধি করুন, তাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন এবং সেই জ্ঞানে আরও প্রবৃদ্ধি দান করতে থাকুন, যেন তারা জলসায় আগত অতিথিদের পূর্বের তুলনায় আরও বেশি সেবাদান করতে পারে।

একইভাবে লঙ্গরখানায় খাবার রান্না করার যে টিম রয়েছে তারা নিজ নিজ ইনচার্জ সাহেবদের সাথে অত্যন্ত পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে কাজ করছেন। অতঃপর লঙ্গরখানার অধীনে হাড়ি-পাতিল ধোয়ার শাখাও রয়েছে, এটিও অনেক বড় একটি কাজ। কাদিয়ানে এই কাজ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়ে করানো হতো কিন্তু এখানে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কর্মীরা এই কাজ করে থাকে। অতঃপর

খাবার পরিবেশনের যে বিভাগ রয়েছে, এতেও এবার তারা উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন। স্থান সংকুলানের জন্য মার্কিও প্রশস্ত করা হয়েছে, যেন মেহমানদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে আরামের সাথে খাবার খাওয়ানো সম্ভব হয়।

অতঃপর অন্যান্য বিভাগ রয়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগ রয়েছে, গাড়ি পার্কিং এর বিভাগ রয়েছে, ট্রাফিক বিভাগ রয়েছে, জলাসা গাহের ভিতরে আরো বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। নিরাপত্তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ রয়েছে আর একইভাবে অন্যান্য আরো বিভাগ রয়েছে। আর স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যেক বিভাগই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল বিভাগে সহস্রাধিক কর্মী কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছে। একইভাবে মহিলা কর্মীরাও রয়েছে, তারাও কাজ করার তৌফিক পাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা এদের সবাইকে উত্তমভাবে কাজ করার সৌভাগ্য দান করুন আর যেভাবে আমি সর্বদা কর্মীদের বলে থাকি যে, আপনাদের কাজ হলো- যে আগ্রহ এবং আন্তরিকতা নিয়ে আপনারা নিজেদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর মেহমানদের সেবা করার জন্য উপস্থাপন করেছেন এই প্রেরণা যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব পুরুষ এবং মহিলা কর্মী, যারা এই জলসায় আগত মেহমানদের সেবায় বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন, এই কথাকে সর্বদা তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই জলসায় তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হচ্ছেন আর বরকত দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছেন। আতিথেয়তা আল্লাহ্‌তা'লার কাছেও অত্যন্ত পছন্দনীয় আর তাঁর দৃষ্টিতে এটি এতটাই পছন্দনীয় যে, এর উল্লেখ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বরাতে পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্‌তা'লা দু'বার এর উল্লেখ করেছেন। মেহমানদের সামনে খাবার উপস্থাপন করা যদি কোন সাধারণ কথা হতো তাহলে অতিথিদের আগমন উপলক্ষ্যে প্রত্যেকবার তাদের সামনে খাবার উপস্থাপন করার কথা বলা হতো না।

মহানবী (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মহানবী (সাঃ) যে তিনটি কাজ করার কথা বলেছেন তার সবগুলো পরস্পরের অধিকার প্রদান এবং সমাজকে শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার সাথে সম্পৃক্ত। **প্রথম বিষয় হলো,** উত্তম কথা বল, অন্যথায় চুপ থাকো। বাজে কথা বলে অশান্তি সৃষ্টি করো না, পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না, কেননা একজন মু'মিন কখনো বৃথা ও ভ্রান্ত কথা বলে না। **দ্বিতীয় বিষয় হলো,** নিজ প্রতিবেশীদের সম্মান কর, কেননা তাদের অনেক অধিকার রয়েছে। তাদেরকে যেন সম্মান করা হয় এবং তাদের (অধিকারের) দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। আর **তৃতীয় বিষয়** হিসেবে তিনি বলেন, নিজ অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এটি বিশেষ করে মেযবানদের (নিমন্ত্রণকারীদের) জন্য প্রযোজ্য। সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এটি হলো মূল ভিত্তি। আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলীর মাঝে এটি একটি নির্দেশ আর এটি মু'মিনদের চিহ্ন। মহানবী (সাঃ) এর কাছে যখন অনেক মেহমান আসতো তখন তিনি তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং মেহমানদের জিজ্ঞেসও করতেন যে, তোমাদের ভাইয়েরা সঠিকভাবে তোমাদের আতিথেয়তা করেছে কিনা? আর সাহাবীরাও মহানবী (সাঃ) এর সান্নিধ্যে থেকে এতটাই তরবিয়তপ্রাপ্ত এবং কল্যাণমণ্ডিত ছিলেন যে, তারা এমন আতিথেয়তা করতেন যার উত্তরে মেহমানরা বলতেন, আমাদেরকে তারা নিজেদের চেয়েও ভালোভাবে রেখেছেন এবং খাইয়েছেন। অতএব এটি হলো মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীদের অতিথিসেবার দৃষ্টান্ত।

যারা এই ধর্মীয় জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আসছেন তাদেরকে বিশেষ অতিথিসেবা প্রদান করার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি। আল্লাহ্‌তা'লা নিজ কৃপায় জামা'তের সহায়-সম্পত্তিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনেও আতিথেয়তা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল না যে, তাদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কোন ব্যবস্থাপনা থাকবে; তাদের সময় এমন কিছুই ছিল না। আর প্রথমদিকে তাদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, বরং এমন ঘটনা পাওয়া যায় যে, সন্তানদেরও অভুক্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে, স্বামী-স্ত্রী নিজেরাও অভুক্ত থেকে যৎসামান্য খাবার যেটুকু ছিল তা অতিথিকে খাইয়ে দেন; আর আল্লাহ্‌তা'লাও তাদের এই কাজের অনেক প্রশংসা করেন এবং তাদের এই কর্মে সন্তুষ্ট হন, আর মহানবী (সাঃ) কে এই বিশেষ ঘটনার খবরও জানিয়ে দেন বলে জানা যায়। সুতরাং সেসব মানুষ যাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা ত্যাগ স্বীকার করে আতিথেয়তা করেছেন। আর আজ আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর জামা'তে এমন অনেক সদস্য রয়েছেন যারা আত্মত্যাগের প্রেরণা নিয়ে আতিথেয়তা করে থাকেন, আর আমাদের এমনটি-ই করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর নিজের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলো থেকে তাঁর অতিথিদের মনস্তুষ্টি করার ও আতিথেয়তার উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

একবার দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত কিছু অতিথি লঙ্গরখানার কর্মীদের এই অস্বীকৃতির কারণে যে 'আমরা আপনাদের মালপত্র নামিয়ে দিতে পারব না', অসন্তুষ্ট হয়ে ফেরত চলে যায়। বর্ণিত আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) যখন একথা জানতে পারেন তখন তিনি এত তাড়াহুড়ো করে হেঁটেই তাদের পিছু পিছু ছুটে যান। সেই অতিথিরা এক্কা-গাড়িতে চড়ে যাচ্ছিল; তারা যখন দেখল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) স্বয়ং ছুটে আসছেন তখন তারা গাড়ি থামিয়ে নিচে নেমে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাদের কাছে ক্ষমা চান এবং ফিরে আসতে বলেন; আর তাদের এক্কা-গাড়ির মুখ ফিরান। তিনি (আঃ) বলেন, 'আপনারা এক্কায় চড়ে বসুন, আমি আপনাদের সাথে হেঁটে হেঁটে আসছি।' যাহোক, অতিথিরাও খুব লজ্জিত হয়, তারা এক্কায় চড়ার বদলে হেঁটে হেঁটেই আসতে থাকে। অবশেষে তারা যখন লঙ্গরখানায় ফিরে আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিজেই তাদের মালপত্র নামানোর জন্য হাত বাড়ান। তখন খোদ্দামরা, যারা পূর্বেই লজ্জিত ছিল, তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসে এবং সেই অতিথিদের মালপত্র নামায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ততক্ষণ সেখানে উপস্থিত থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আবাসন এবং আহারের সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হয়ে যায়। তিনি এক উপলক্ষ্যে নিজ কর্মীদের বলেন যে, দেখ! বহু অতিথি আগমন করে। কতককে তোমরা চেন, কতককে চেন না। তাই উচিত হলো, সবাইকে সম্মানীত জ্ঞান করে তাদের আতিথেয়তা এবং সম্মান করা। তিনি বলেন, তোমাদের প্রতি আমার সুধারণা রয়েছে যে,(তোমরা) মেহমানদের আরামের ব্যবস্থা কর। অতএব আমাদের আজও সেই সুধারণাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

এরপর অতিথিদের উদ্দেশ্যেও আমি কিছু বলতে চাই। প্রথম কথা তো আমি বলেছি যে, একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা অতিথি এবং অতিথি-সেবক উভয়ের জন্য আবশ্যক। ইসলাম আমাদেরকে যেখানে অতিথিদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়, একইসাথে অতিথিদেরও এই নির্দেশ দেয় যে, তোমরা অতিথি-সেবকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যেও না। মহানবী (সাঃ) বলেন, কারো কাছে দীর্ঘ সময় অতিথি হয়ে থাকা বা ঘরের সদস্যদের ওপর বোঝা হওয়া এমন যেন তুমি সদকা গ্রহণ করছ। শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত একইরকম আতিথেয়তা করার সামর্থ্য সবার নেই। তাই অতিথিদের জন্যও নির্দেশ হলো তোমরাও ঘরের সদস্যদের প্রতি খেয়াল রাখ। এখানে আয়োজকদের আমি এটিও বলে দিতে চাই যে, আমাদের জলসায় আগত অতিথিরা যদি এক মাসও অবস্থান করে তাহলেও আমাদেরকে তাদের আতিথেয়তা করতে হবে। এ থেকে এটি মনে করবেন না যে, তিন বা চারদিন পর আমরা আর আতিথেয়তা করব না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিজ কাজের প্রেক্ষিতে লঙ্গরখানার প্রতিষ্ঠাকেও বিভিন্ন শাখার মাঝে একটি শাখা আখ্যায়িত করেছেন। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর লঙ্গরে আগতদের সাথে, তারা যখনই আসুক না কেন, কেবল জলসার দিনগুলোতেই নয় বরং বছরের অন্যান্য দিনগুলোতেও উন্নত চরিত্রের প্রদর্শন হওয়া উচিত।

এরপর সুন্দর সমাজের আরেকটি নির্দেশ যার প্রতি অতিথিদের, বিশেষত জলসার এই পরিবেশে আমল করা উচিত তা হলো, সালামের প্রচলন করা। মহানবী (সাঃ) জান্নাতীদের একটি বৈশিষ্ট্য এটিও বলেছিলেন যে, তারা সালামের প্রচলনকারী। অতঃপর তিনি বলেন, কাউকে তোমরা চিন বা না চিন, তাকে সালাম কর। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ও জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে একটি উদ্দেশ্য এটি বর্ণনা করেছিলেন যে, মানুষ যেন একত্রিত হয় আর এভাবে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও পরিচয়ের সম্পর্ক যেন বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে যাদের মাঝে কোন কারণে পরস্পরিক মনোমালিন্য রয়েছে তা-ও দূর হবে। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, জলসায় এসে এই লক্ষ্য অর্জনেরও চেষ্টা করা উচিত যে, জগতের প্রতি মোহ যেন দূর হয় আর নিজ দয়ালু খোদা ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা যেন হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে। অতএব এই ভালোবাসা অর্জনের জন্য জলসার অনুষ্ঠানমালায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করুন, সেগুলো শুনুন, মনোযোগ দিন, জলসা চলাকালেও এবং হাঁটাচলার সময়ও যিকরে ইলাহীতে রত থাকুন আর বাজামা'ত নামায বিশেষ আগ্রহ এবং মনোযোগের সাথে আদায় করুন। আর নফল এবং তাহাজ্জুদ পড়ার প্রতিও মনোযোগ দিন। বিশেষ করে যারা এখানে অবস্থান করছেন। তারা এই পরিবেশকে পবিত্রতর করার চেষ্টা করতে থাকুন।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনা বা আয়োজনের দিক থেকে অতিথিরা এদিকেও খেয়াল রাখবেন যে, অস্থায়ী এবং বিস্তৃত ব্যবস্থাপনায় কিছু ত্রুটি থেকে যায়। যদি কোথাও এরূপ অবস্থা দেখতে পান তাহলে তা উপেক্ষা করুন। কর্মীদের আমি বলেছি যে, কারো পক্ষ থেকে যদি কোন কঠোরতা দেখতে পান তাহলে সহ্য করুন। কিন্তু অতিথি এবং জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার কাজ হলো, দুর্বলতা সমূহকে উপেক্ষা করুন। আর যদি এমন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পান তাহলে কর্মীদের সাহায্য করুন। আমি দেখেছি যে,

কতিপয় অতিথি প্রয়োজন হলে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজেরাই অতিথি-সেবক হয়ে কাজ করা আরম্ভ করেন। যেমন বাথরুমের পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। যদি ভিড় বেশি হয় আর দায়িত্বরত কর্মী পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে কতিপয় অতিথি নিজেরাই সেসব কর্মীর সাথে কাজ করা আরম্ভ করে। আর এই উদ্দীপনাই এক আহমদীর মাঝে থাকা উচিত। আর এটিই সেই প্রকৃত স্পৃহা যা পারস্পরিক নিষ্ঠাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। অতিথিরা যেন কেবল কর্মীদের যাচাই করা এবং তাদের পরীক্ষা নেয়ার মাঝে নিজেদের সময় ব্যয় না করে বরং যেমনটি আমি বলেছি, প্রয়োজন হলে প্রত্যেক বিভাগে তারা যেন সাহায্যকারী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে পার্কিং ইত্যাদিতেও কখনো কখনো ভিড়ের সময় তাড়াহুড়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে গাড়িতে করে যারা আসে তারা যেন ধৈর্য এবং অবিচলতার সাথে ব্যবস্থাপনার পূর্ণ সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে প্রবেশ-পথগুলোতে যেখানে স্ক্যানিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে সাধারণত লাইন ধরতে হয়, অনেক ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া হয়। জলসা চলাকালে নিজের ডানে বামে চোখ রাখুন। অনুরূপভাবে চলাফেরার সময়ও নিজের পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। নিরাপত্তার দিক থেকে ব্যবস্থাপনা যে নির্দেশই প্রদান করে তা পালনের পূর্ণ চেষ্টা করুন। আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জলসার সফলতা এবং নিজের জলসায় আসার লক্ষ্যকে পূর্ণ করা আর সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্থায়ীভাবে দোয়ায় রত থাকুন। আজকাল পাকিস্তানেও আহমদীদের অবস্থার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকেও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করুন এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বিরোধীদের নতুন বা পুরাতন সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ও বিফল করুন।

এছাড়া এমটিএ-র পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা রয়েছে। আজ তাদের অর্থাৎ এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষ থেকে একটি নতুন এ্যাপ চালু করা হবে। এই স্মার্ট টিভি এ্যাপটি যে কোন দেশে ডাউনলোড করে এলজি, ফিলিপ্স, এমাজন ফায়ার টিভি, সনি এবং এনড্রয়েড টিভি সেটগুলোতে ডিশ এন্টেনা ছাড়াই এমটিএ-র সকল চ্যানেল অর্থাৎ এমটিএ-১, এমটিএ-২, এমটিএ-৩ আল আরাবিয়া এবং এমটিএ আফ্রিকা দেখা যাবে। এছাড়া আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় আমেরিকায় এমটিএ পূর্বেই স্যামসাং প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত আছে। এটিও একটি ঘোষণা ছিল। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় বিদেশে অবস্থানকারীরা এই এ্যাপ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে। জুমুআর নামাযের পর আমি এর উদ্বোধনও করব।

আল্লাহ্‌তা'লা জলসাকে সকল দিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন আর আপনাদের সবাইকে এ থেকে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভের তৌফিক প্রদান করুন।

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
2 August 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B